Copy Right © JASIM-UDDIN (Polli Kobi) Published by : Polash Prokasoni, Publisher Address : Polash Bari, 10, Kobi Jasim-Uddin Road, Dhaka-1000 1st Pub. 1960 8th: 1990 : Khurshid Anwar Jasim-Uddin
www.lekhalekhi.com

বোকা সাথী

এক নাপিত। তার সঙ্গে এক তাঁতীর খুব ভাব। নাপিত লোককে কামাইয়া বেশী পয়সা উপার্জন করিতে পারে না। তাঁতী কাপড় বুনিয়া বেশী লাভ করিতে পারে না। দুই জনেরই খুব টানাটানি। আর টানাটানি বলিয়া কাহারও বউ কাহাকে দেখিতে পারে না। এটা কিনিয়া আন নাই, ওটা কিনিয়া আন নাই বলিয়া বউরা দিনরাতই কেবল খিটির খিটির করে। কাঁহাতক আর ইহা সহ্য করা যায়।

একদিন তাঁতী যাইয়া নাপিতকে বলিল, "বউ এর জ্বালায় আর ত বাড়িতে টিকিতে পারি না।"

নাপিত জবাব দিল, "ভাইরে! আমারও সেই কথা। দেখনা আজ পিছার বাড়ি দিয়া আমার পিঠের ছাল আর রাখে নাই।"

তাঁতী জিজ্ঞাসা করে, "আচ্ছা ভাই, ইহার কোন বিহিত করা যায় না?"

নাপিত বলে, "চল ভাই, আমরা দেশ ছাড়িয়া বিদেশে চলিয়া যাই। সেখানে বউরা আমাদের খুঁজিয়াও পাইবে না; আর জ্বালাতন ও করিতে পারিবে না।"

সত্যি সত্যিই একদিন তাহারা দেশ ছাড়িয়া পালাইয়া চলিল। এদেশ ছাড়াইয়া ওদেশ ছাড়াইয়া যাইতে যাইতে তাহারা এক বিজন বন-জঙ্গলের মধ্যে আসিয়া পড়িল। এমন সময় হালুম হালুম

www.lekhalekhi.com

Copy Right © JASIM-UDDIN (Polli Kobi) Published by : Polash Prokasoni, Publisher Address : Polash Bari, 10, Kobi Jasim-Uddin Road, Dhaka-1000 1st Pub. 1960 8th: 1990 : Khurshid Anwar Jasim-Uddin
www.lekhalekhi.com

করিয়া এক বাঘ আসিয়া তাদের সামনে খাড়া। ভয়ে তাঁতী ত ঠির ঠির করিয়া কাঁপিতেছে।

নাপিত তাড়াতাড়ি তার ঝুলি হইতে একখানা আয়না বাহির করিয়া বাঘের মুখের সামনে ধরিয়া বলিল, "এই বাঘটা ত আগেই ধরিয়াছি। তাঁতী! তুই দড়ি বাহির কর—সামনের বাঘটাকেও বাঁধিয়া ফেলি।"

বাঘ আয়নার মধ্যে তার নিজের ছবি দেখিয়া ভাবিল, "এরা না জানি কত বড় পালোয়ান। একটা বাঘকে ধরিয়া রাখিয়াছে। আবার আমাকেও বাঁধিয়া রাখিতে দড়ি বাহির করিতেছে।" এই না ভাবিয়া বাঘ লেজ উঠাইয়া দে চম্পট।

তাঁতী তখনও ঠির ঠির করিয়া কাঁপিতেছে। বনের মধ্যে আঁধার করিয়া রাত আসিল। ধারে কাছে কোন ঘর বাড়ি নাই। সেখানে দাঁড়াইয়া থাকিলে বাঘের পেটে যাইতে হইবে। সামনে ছিল একটা বড় গাছ। দুইজনে যুক্তি করিয়া সেই গাছে উঠিয়া পড়িল।

এদিকে হইয়াছে কি? সেই যে বাঘ ভয় পাইয়া পালাইয়া গিয়াছিল, সে যাইয়া আর বাঘদের বলিল, "ওমুক গাছের তলায় দুইজন পালোয়ান আসিয়াছে। তাহারা একটা বাঘকে ধরিয়া রাখিয়াছে। আমাকেও বাঁধিতে দড়ি বাহির করিতেছিল। এই অবসরে আমি পালাইয়া আসিয়াছি। তোমরা কেহ ওপথ দিয়া যাইও না।"

বাঘের মধ্যে যে মোড়ল—সেই জাঁদরেল বাঘ বলিল, "কিসের পালোয়ান? মানুষ কি বাঘের সাথে পারে? চল সকলে মিলিয়া দেখিয়া আসি।"

জঙ্গী বাঘ—সিঙ্গি বাঘ—মামদু বাঘ—খুতখুতে বাঘ—কুতকুতে বাঘ, সকল বাঘ তর্জন-গর্জন করিয়া সেই গাছের তলায় আসিয়া

www.lekhalekhi.com

Copy Right © JASIM-UDDIN (Polli Kobi) Published by : Polash Prokasoni, Publisher Address : Polash Bari, 10, Kobi Jasim-Uddin Road, Dhaka-1000 1st Pub. 1960 8th: 1990 : Khurshid Anwar Jasim-Uddin
www.lekhalekhi.com

পৌঁছিল। একে ত রাত আন্ধারী, তার উপরে বাঘের হুঙ্কারী—অন্ধকারে জোড়া জোড়া বাঘের চোখ জ্বলিতেছে। তাই না দেখিয়া তাঁতী ত ভয়ে ভয়ে কাঁপিয়া অস্থির। নাপিত যত বলে, "তাঁতী! একটু সাহসে ভর কর!" তাঁতী ততই কাঁপে। তখন নাপিত দড়ি দিয়া তাঁতীকে গাছের ডালের সঙ্গে বাঁধিয়া রাখিল।"

কিন্তু তাহারা গাছের আগডালে আছে বলিয়া বাঘ তাহাদের নাগাল পাইতেছে না। তখন জঁাদরেল বাঘ আর সব বাঘদের বলিল, "দেখ্ তোরা একজন আমার পিঠে ওঠ—তার পিঠে আর একজন ওঠ—তার পিঠে আর একজন উঠ—এমনি করিয়া উপরে উঠিয়া হাতের থাবা দিয়া এই লোক দু'টিকে নামাইয়া লইয়া আয়।' এইভাবে একজনের পিঠে আর একজন তার পিঠে আর একজন করিয়া যেই উপরের বাঘটি তাঁতীকে ছুঁইতে যাইবে, অমনি ভয়ে ঠির ঠির করিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে দড়িসমেত তাঁতী ত মাটিতে পড়িয়া গিয়াছে। উপরের ডাল হইতে নাপিত বলিল, "তাঁতী! তুই দড়ি দিয়া মাটির উপর হইতে জঁাদরেল বাঘটিকে আগে বাধ, আমি উপরের দিক হইতে একটা একটা করিয়া সবগুলি বাঘকে বাঁধিতেছি।"

এই কথা শুনিয়া নিচের বাঘ ভাবিল আমাকেই ত আগে বাঁধিতে আসিবে। তখন সে লেজ উঁচাইয়া দে দৌড়—তখন এ বাঘের উপর পড়ে ও বাঘ, সে বাঘের উপরে পড়ে আর এক বাঘ।

নাপিত উপর হইতে বলে, "জোলা মজবুত করিয়া বাঁধ—মজবুত করিয়া বাঁধ। একটা বাঘও যেন পলাইতে না পারে।" সব বাঘই তখন পালাইয়া সাফ।

www.lekhalekhi.com

Copy Right © JASIM-UDDIN (Polli Kobi) Published by : Polash Prokasoni, Publisher Address : Polash Bari, 10, Kobi Jasim-Uddin Road, Dhaka-1000 1st Pub. 1960 8th: 1990 : Khurshid Anwar Jasim-Uddin
www.lekhalekhi.com

বাকী রাতটুকু কোন রকমে কাটাইয়া পরদিন সকাল হইলে তাঁতী আর নাপিত বন ছাড়াইয়া আর এক রাজার রাজ্যে আসিয়া উপস্থিত হইল।

রাজা রাজসভায় বসিয়া আছেন। এমন সময় নাপিত তাঁতীকে সঙ্গে লইয়া রাজার সামনে যাইয়া হাজির। "মহারাজ প্রণাম হই!"

রাজা বলিলেন, "কি চাও তোমরা?"

নাপিত বলিল, "আমরা দুইজন বীর পালোয়ান। আপনার এখানে চাকরি চাই।"

রাজা বলিলেন, "তোমরা কেমন বীর তা পরখ না করিলে ত চাকরি দিতে পারি না? আমার রাজবাড়িতে আছে দশজন কুস্তিগীর, তাহাদের যদি কুস্তিতে হারাইতে পার তবে চাকরি মিলিবে।"

নাপিত বলিল, "মহারাজের আশীর্বাদে নিশ্চয়ই তাহাদের হারাইয়া দিব।"

তখন রাজা কুস্তি পরখের একটি দিন স্থির করিয়া দিলেন। নাপিত বলিল, "মহারাজ! কুস্তি দেখিবার জন্য ত কত লোক জমা হইবে। মাঠের মধ্যে একখানা ঘর তৈরী করিয়া দেন। যদি বৃষ্টি-বাদল হয়, লোকজন সেখানে যাইয়া আশ্রয় লইবে।"

রাজার আদেশে মাঠের মধ্যে প্রকাণ্ড খড়ের ঘর তৈরী হইল। রাত্রে নাপিত চুপি চুপি যাইয়া তাহার ক্ষুর দিয়া ঘরের সমস্ত বাঁধন কাটিয়া দিল। প্রকাণ্ড খড়ের ঘর কোন রকমে থামের উপরে খাড়া হইয়া রহিল।

পরদিন কুস্তি দেখিতে হাজার হাজার লোক জমা হইয়াছে। রাজা আসিয়াছেন—রাণী আসিয়াছেন—মন্ত্রী, কোটাল, পাত্রমিত্র কেহ কোথাও বাদ নাই।

মাঠের মধ্যখানে রাজবাড়ির বড় বড় কুস্তিগীরেরা গায়ে মাটি মাখাইয়া লড়াইয়ের সমস্ত কায়দাগুলি ইস্তেমাল করিতেছে।

www.lekhalekhi.com

Copy Right © JASIM-UDDIN (Polli Kobi) Published by : Polash Prokasoni, Publisher Address : Polash Bari, 10, Kobi Jasim-Uddin Road, Dhaka-1000 1st Pub. 1960 8th: 1990 : Khurshid Anwar Jasim-Uddin
www.lekhalekhi.com

www.lekhalekhi.com

Copy Right © JASIM-UDDIN (Polli Kobi) Published by : Polash Prokasoni, Publisher Address : Polash Bari, 10, Kobi Jasim-Uddin Road, Dhaka-1000 1st Pub. 1960 8th: 1990 : Khurshid Anwar Jasim-Uddin
www.lekhalekhi.com

www.lekhalekhi.com

Copy Right © JASIM-UDDIN (Polli Kobi) Published by : Polash Prokasoni, Publisher Address : Polash Bari, 10, Kobi Jasim-Uddin Road, Dhaka-1000 1st Pub. 1960 8th: 1990 : Khurshid Anwar Jasim-Uddin
www.lekhalekhi.com

এমন সময় কুস্তিগীরের পোশাক পরিয়া নাপিত আর তাঁতী মাঠের মধ্যখানে উপস্থিত। চারিদিকে লোকে তাহাদের দেখিয়া হাততালি দিয়া উঠিল।

নাপিত তখন তাঁতীকে সঙ্গে করিয়া লাফাইয়া একবার একদিকে যায় আবার ওদিকে যায়। আর ঘরের এক একখানা চালা ধরিয়া টান দেয়। হুমড়ি খাইয়া ঘর পড়িয়া যায়। সভার সব লোক অবাক।

রাজবাড়ির কুস্তিগীরেরা ভাবে, "হায় হায়, না জানি ইহারা কত বড় পালোয়ান। হাতের একটা ঝাঁকুনি দিয়া এত বড় আটচালা ঘরখানা ভাঙ্গিয়া ফেলিল। ইহাদের সঙ্গে লড়িতে গেলে ঘরেরই মত উহারা আমাদের হাত-পাগুলোও ভাঙ্গিয়া ফেলিবে। চল আমরা পালাইয়া যাই।"

তাহারা পালাইয়া গেলে নাপিত তখন মাঠের মধ্যখানে দাঁড়াইয়া বুক ফুলাইয়া রাজাকে বলিল, "মহারাজ! জলদী করিয়া আপনার পালোয়ানদের ডাকুন। দেখি! তাহাদের কার গায়ে কত জোর।"

কিন্তু কে কার সঙ্গে কুস্তি করে? তাহারা ত আগেই পালাইয়াছে। রাজা তখন নাপিত আর তাঁতীকে তাঁর রাজ্যের সেনাপতির পদে নিযুক্ত করিলেন।

সেনাপতির চাকরি পাইয়া তাঁতী আর নাপিত ত বেশ সুখেই আছে। এর মধ্যে কোথা হইতে এক বাঘ আসিয়া রাজ্যে মহা উৎপাত লাগাইয়াছে। কাল এর ছাগল লইয়া যায়, পরশু ওর গরু লইয়া যায়, তারপর মানুষও লইয়া যাইতে লাগিল।

রাজা তখন নাপিত আর তাঁতীকে বলিলেন, "তোমরা যদি এই বাঘ মারিতে পার তবে আমার দুই মেয়ের সঙ্গে তোমাদের দুইজনের বিবাহ দিব।"

নাপিত বলিল, এ আর এমন কঠিন কাজ কি? তবে আমাকে পাঁচ মণ ওজনের একটি বড়শি আর গোটা আষ্টেক পাঁঠা দিতে হইবে।"

রাজার আদেশে পাঁচ মণ ওজনের একটি লোহার বড়শি তৈরী হইল। নাপিত তখন লোকজনের নিকট হইতে জানিয়া লইল, কোথায় বাঘের উপদ্রব বেশী, আর কোন্ সময় বাঘ আসে।

তারপর নাপিত সেই বড়শির সঙ্গে সাত-আটটা পাঁঠা গাঁথিয়া এক গাছি লোহার শিকলে সেই বড়শি আটকাইয়া একটা গাছের সঙ্গে বাঁধিয়া রাখিল। তারপর তাঁতীকে সঙ্গে লইয়া গাছের আগ-ডালে উঠিয়া বসিয়া রহিল।

অনেক রাত্রে বাঘ আসিয়া সেই বড়শি সমেত পাঁঠা গিলিতে লাগিল। গিলিতে গিলিতে গলায় বড়শি আটকাইয়া গিয়া তর্জন-গর্জন করিতে লাগিল। সকাল হইলে লোকজন ডাকিয়া নাপিত আর তাঁতী লাঠির আঘাতে বাঘটিকে মারিয়া ফেলিল।

এ খবর শুনিয়া রাজা ভারী খুশী। তারপর ঢোল-ডগর বাজাইয়া নাপিত আর তাঁতীর সঙ্গে তাঁহার দুই মেয়ের বিবাহ দিয়া দিল। বিবাহের পরে বউ লইয়া বাসর ঘরে যাইতে হয়। তাঁতী একা বাসর ঘরে যাইতে ভয় পায়। নাপিতকে সঙ্গে যাইতে অনুরোধ করে।

নাপিত বলে, "বেটা তাঁতী! তোর বাসর ঘরে আমি যাইব কেমন করিয়া? আমাকে ত আমার বউ-এর সঙ্গে ভিন্ন বাসর ঘরে যাইতে হইবে। তুই কোন ভয় করিস না। খুব সাহসের সঙ্গে থাকিবি।" এই বলিয়া তাহাকে বাসর ঘরের মধ্যে ঠেলিয়া দিল।

বাসর ঘরে যাইয়া তাঁতী এদিকে চায়—ওদিকে চায়। আহা হা কত ঝাড়—কত লণ্ঠন ঝিকিমিকি জ্বলিতেছে। আর বিছানা ভরিয়া

www.lekhalekhi.com

Copy Right © JASIM-UDDIN (Polli Kobi) Published by : Polash Prokasoni, Publisher Address : Polash Bari, 10, Kobi Jasim-Uddin Road, Dhaka-1000 1st Pub. 1960 8th: 1990 : Khurshid Anwar Jasim-Uddin
www.lekhalekhi.com

কত রঙের ফুল। তাঁতী কোথায় বসিবে তাহাই ঠিক করিতে পারে না। তখন অতি শরমে পাপোশখানার উপর কুচিমুচি হইয়া বসিয়া তাঁতী ঘামিতে লাগিল।

কিছুক্ষণ বাদে হাতে পানের বাটা লইয়া, পায়ে সোনার নুপুর ঝুমুর ঝুমুর বাজাইয়া পঞ্চসখী সঙ্গে করিয়া রাজকন্যা আসিয়া উপস্থিত। তাঁতী তখন ভয়ে জড়সড়। সে মনে করিল, হিন্দুদের কোন দেবতা যেন তাহাকে কাটিতে আসিয়াছে। সে তখন তাড়াতাড়ি উঠিয়া রাজকন্যার পায়ে পড়িয়া বলিল, "মা ঠাকরুন। আমার কোন অপরাধ নাই! সকলই ঐ নাপতে বেটার কারসাজি।" রাজকন্যা সকলই বুঝিতে পারিল। কথা রাজার কানেও গেল। রাজা তখন তাঁতী আর নাপিতকে তাড়াইয়া দিলেন। নাপিত রাগিয়া বলে, "বোকা তাঁতী। তোর বোকামীর জন্য অমন চাকরিটাত গেলই — সেই সঙ্গে রাজকন্যাও গেল।" তাঁতী নাপিতকে জড়াইয়া ধরিয়া বলিল, "তা গেল—গেল! চল ভাই, দেশে যাইয়া বউদের লাথি-গুতা খাই। সেত গা-সওয়া হইয়াই গিয়াছে। এমন সন্দেহ আর ভয়ের মধ্যে থাকার চাইতে সেই ভাল।"

---

www.lekhalekhi.com